ফুলবাড়ী: জনভিত্তির গুরুত্ব

নূর মোহাম্মদ

উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি ২৬ আগস্ট ২০০৬ ফুলবাড়ীতে এক গণসমাবেশের আয়োজন করে। বিশাল এই সমাবেশ শেষে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে জনগণ যখন সমাবেশস্থল থেকে ফিরে যাচ্ছিল, সেই সময় আকস্মিকভাবে একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় পুলিশ গুলিবর্ষণ শুরু করে। এতে তিনজন নিহত ও বহুজন গুরুতর আহত হয়। সেই থেকে প্রতিবছর এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এ উপলক্ষে এবার সর্বজনকথার সম্পাদক প্রফেসর আনু মুহাম্মদ আমাকে একটি লেখা দিতে বলেন। অসুস্থ ছিলাম–প্রস্তাব শুনে আরো অসুস্থ হয়ে পড়লাম। বললাম, একটা ছোট লেখা দেব। লেখাটিতে হাত দিলাম সেই দিন, যেদিন রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ চুক্তি সই হলো। উন্নয়নের নামে ফুলবাড়ীতে বিশাল এলাকাজুড়ে পরিবেশ-প্রতিবেশের একেবারে চূড়ান্ত সর্বনাশ করে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের পরিকল্পনা হয়। রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হলে সুন্দরবন তো ধ্বংস হবেই, সেই সাথে পুরো এলাকার ওপর একই ধরনের প্রভাব পড়বে। ফুলবাড়ীতে যেমন বিদেশি আগ্রাসন ছিল, তেমনি অনেকেই মনে করেন রামপালেও বিদেশি আগ্রাসন রয়েছে। ২৬ আগস্ট উপলক্ষে রামপালকে প্রাসঙ্গিক করায় লেখাটা একটু বড় হলো।

১২ জুলাই ২০১৬ বহুল আলোচিত রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ চুক্তি সই হয়েছে। রাত সাড়ে ৮টায় আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিটি সই হয়। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণকাজ শুরু হবে। অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তৃতায় দুই দেশের সবাই এ চুক্তিকে বিদ্যুৎ খাতে বাংলাদেশ-ভারত সহযোগিতার মাইলফলক বলে অভিহিত করেছেন। বিদ্যুৎ খাতে ভারতীয়দের সঙ্গে একত্রে কাজ করার জন্য ২০১০ সাল থেকেই সচিব পর্যায়ে যৌথ স্টিয়ারিং কমিটি কাজ করে আসছে। কর্মকর্তা পর্যায়ে নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য রয়েছে একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ।

বর্ণিত বিদ্যুৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এই প্রক্রিয়ায় দেখা যাবে বিদ্যুৎ খাত ভারতীয়রা নিয়ন্ত্রণ করছে। এবং বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পক্ষ হিসেবে তারা অস্বাভাবিক হারে মুনাফা লুটতে থাকবে। এসব হবে নানা ধরনের কৌশলের মাধ্যমে। ঘটনার অন্য প্রধান দিক হচ্ছে–সুন্দরবনসহ ঐ এলাকায় পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটবে, যার প্রভাব পড়বে সারা দেশের ওপর।

জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুন্দরবন ধ্বংস হওয়ার বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত সরকার ও রাষ্ট্রের পক্ষে যায়নি। যদিও সরকার দাবি করছে, এমনভাবে প্রকল্পটি তারা করবে যাতে বিন্দুমাত্র কোনো ক্ষয়ক্ষতি হবে না।

১৩ জুলাই সংবাদপত্রে একটি বিশেষ সংবাদ প্রকাশিত হয়, 'সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করলে রামপাল চুক্তি করত না'। সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটির সংবাদ সম্মেলনে কমিটির আহ্বায়ক সুলতানা কামাল আরো অভিযোগ করেন, 'দেশ-বিদেশে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান চরম উদ্বেগ প্রকাশের পরও সুন্দরবনের পরিবেশকে হুমকির মধ্যে রেখে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে।' টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান ও অধ্যাপক এম এম আকাশ এই চুক্তির কিছু দিক তুলে ধরে বলেন, ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার্থে এই চুক্তি করা হয়েছে ইত্যাদি। সম্মেলনে ১২ জুলাইকে কালো দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে (১৪ জুলাই, প্রথম আলো)।

দেশের মধ্যে তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি কয়েক বছর ধরে একনাগাড়ে সভা-সমিতি, সংবাদ সম্মেলন, মতবিনিময়, মানববন্ধন, দীর্ঘযাত্রা (লংমার্চ), সমাবেশ-মহাসমাবেশ, জাতীয় সম্মেলনসহ বিশেষ করে খুলনা-বাগেরহাট অঞ্চলে নিয়মিত বৈঠক, আলাপ-আলোচনা, প্রচার ইত্যাদি চালিয়ে আসছে। পাশাপাশি নানাবিধ কর্মসূচিও পালিত হয়ে আসছিল। সমাবেশ-মহাসমাবেশ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ গণজমায়েতে গণসংগীত-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পালিত হয়ে আসছিল।

জাতীয়, আঞ্চলিক (প্রধানত ভারত) ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নির্দিষ্ট স্থানে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে একটা জনমত গড়ে উঠেছে। এবং এই জনমতের মধ্যে সমাজের শিক্ষিত মহলের ওপরের একটা অংশও রয়েছে। নামিদামি পরিবেশবাদী নেতৃত্ব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকদের একটা বড় অংশ মোটাদাগে বর্ণিত বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিপক্ষে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও সরকার ও রাষ্ট্র বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্যের প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেনি।

এদিকে জনমত যে পর্যায়েই গড়ে উঠুক না কেন, সেই জনমত যেহেতু সুসংগঠিত নয়, সে জন্য সরকারি পরিকল্পনা রুখে দিতে তা যে খুব একটা অর্থবহ হচ্ছে তা মনে হয় না। তার অর্থ এ দাঁড়াচ্ছে না যে জনমত হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। বরং বিক্ষুব্ধ এই জনমত কিন্তু সমাজের মধ্যেই আস্তে আস্তে বিস্তার লাভ করে।

কানসাট ও বাঁশখালীতে আমরা ব্যক্তির ভূমিকা দেখেছি। দুটির মধ্যে ব্যক্তিপ্রাধান্য থাকলেও দুটি ঘটনা যে এক নয় তা স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। সংগঠন ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাবে অনেক সম্ভাবনাময় গণসম্পৃক্ত আন্দোলনও মুখ থুবড়ে পড়ে। অন্যদিকে সংগঠনও আছে এবং লক্ষ্যও সুনির্দিষ্ট, কিন্তু নানাবিধ বৈরী কারণে বিজয় অর্জন সম্ভব হয় না। তা ছাড়া দুর্বল সাংগঠনিক কাঠামো শত্রুর প্রবল আক্রমণের মুখে প্রায় অর্থহীন ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয়।

সিলেটে বিবিয়ানা লংমার্চ গ্যাসক্ষেত্রের কাছাকাছি গিয়ে পুলিশি বাধায় আর অগ্রসর হতে পারেনি। স্থানীয় জনগণের সঙ্গে প্রকৃত অর্থে কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। সরকার গ্যাস রপ্তানি পরিকল্পনা বাদ দিয়েছিল–অনেকের ধারণা একটিমাত্র লংমার্চেই সরকার ভড়কে গিয়েছিল। ফলে স্থানীয় জনগণের ভূমিকার প্রয়োজন হয়নি।

বিদেশিদের ষড়যন্ত্রের ফলে চট্টগ্রাম বন্দর কর্ণফুলীর মোহনার দিকে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি প্রকাশিত হয়ে পড়লে জাতীয় কমিটি আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের অংশ হিসেবে ঢাকা-চট্টগ্রাম লংমার্চ কর্মসূচি পালিত হয়। লালদীঘিতে বিরাট জনসভা। কর্ণফুলীর মোহনার অবস্থা এমন ছিল যে সেখানে কোনো মিছিল নিয়ে যাওয়া বা জনসভা করা ছিল প্রায় অসম্ভব।

এই ধরনের সমস্যাগুলো জাতীয়, কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে সরকারকে বাধ্য করার মতো চাপ সৃষ্টি কতটা সম্ভব হতো জানি না। পর্যালোচনা করার সময়ও হয়ে ওঠেনি। আমাদের এক আইনজীবী বন্ধু হাইকোর্টে বিদেশি কোম্পানিটির বিরুদ্ধে রিট আবেদন করেন। হাইকোর্ট কোম্পানির সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে দেন। এবং আমরা জয়ী হলাম।

সরকার বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি গংয়ের কাছে সমুদ্রে তেল-গ্যাসের ব্লক বরাদ্দ করতে যাচ্ছে, এর বিষয়বস্তু পাওয়া গিয়েছিল ওয়েবসাইট মাধ্যমে। জাতীয় কমিটি এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। আমরা নমুনা পিএসপি ২০০৮-এর বাতিল দাবি করি। আবারও লংমার্চ ও মিছিল-মিটিং। পরবর্তীতে ২০১২-তে সংশোধিত পিএসপি প্রকাশিত হলে আমরা তারও বাতিল দাবি করেছি। ব্লকগুলোর অবস্থান ছিল সমুদ্রে। এখানেও দেখা গেল, দাবিটি একান্তই জাতীয় হলেও জাতীয় পর্যায়ে জনমত সংগঠিত করে আমরা সরকার ও রাষ্ট্রকে রুখে দিতে পারিনি। কিন্তু আমি মনে করি, জাতীয় সম্পদ রক্ষার্থে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডের সাহসের সঙ্গে বিরোধিতা করা অবশ্যই একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আবারও বলছি, আন্দোলনগুলোর প্রভাব জাতীয় জীবনে কোনো না কোনোভাবে থেকেই যায়। এবং ভবিষ্যতে তা কোনো না কোনোভাবে কাজে লাগে। সুতরাং আমরা বিজয় অর্জন না-ও করতে পারি–এই আশঙ্কা সামনে রেখে কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারি না।

কেন তাহলে ফুলবাড়ী ভিন্ন রকম হলো

পর্ব-১

ফুলবাড়ী পৌরসভার অধীনে তেঁতুলিয়া গ্রাম/পাড়ার জনৈক দানেশ আহমেদ ইংল্যান্ডে থাকতেন। মাঝে মাঝে তিনি দেশেও আসতেন। তিনি কোনো না কোনোভাবে এশিয়া এনার্জির সঙ্গে যুক্ত হন। সরেজমিনে নিজ বাড়ির এলাকা তদন্ত করে তিনি এর পরিণাম সম্পর্কে বুঝতে পারেন বলে অনুমান করি। সম্ভবত তিনিই যোগাযোগ করেন সাবেক এমপি শোয়েব বাবুল ও তৎকালীন পৌরসভা চেয়ারম্যান মো. শাজাহান আলী সরকার পুতুর সঙ্গে। উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করলে কী কী অসুবিধা হতে পারে সে সম্পর্কে যে একটা ধারণা তৈরি হলো সে ব্যাপারে তাঁর পেশাগত অভিজ্ঞতা কী ছিল তা সঠিকভাবে জানতে পারিনি। সম্ভবত তিনি ঐ অঞ্চলের উপরতলার লোকদের এ ধারণাও দিয়ে থাকতে পারেন যে সভা-সমিতি করুন এবং এশিয়া এনার্জির সম্ভাব্য কার্যকলাপ কিছুটা তুলে ধরুন, যাতে এশিয়া এনার্জির কাছ থেকে বেশি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়। যাতে স্থানচ্যুত হলেও অন্যত্র একটা সুরাহা করা যায়।

সাবেক এমপি, পৌর চেয়ারম্যান, খুরশীদ জাহান মতি, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান লিয়াকত আলীসহ আরো কয়েকজন মিলে একটা সুশীল সমাজ ধরনের সংগঠন তৈরি করেন। এর নেতৃত্বে গঠিত হলো ফুলবাড়ী শহর কমিটি ও পরে ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটি। আলোচনা সভা, জনসভা, মতবিনিময় ইত্যাদি বেশ কিছু হয়েছিল।

পর্ব-২(ক)

এশিয়া এনার্জি নামে এক বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে সরকার ফুলবাড়ী এলাকা থেকে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে যাচ্ছে এবং এ কারণে ঐ অঞ্চলে এশিয়া এনার্জি অফিস খুলে তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে। এই কর্মচারীরা খনি অঞ্চল অর্থাৎ ফুলবাড়ী, বিরামপুর, নবাবগঞ্জ ও পার্বতীপুর উপজেলায় গ্রামে গ্রামে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরেজমিনে জমিজমা, গাছগাছালি অর্থাৎ স্থায়ী-অস্থায়ী সম্পদের বিবরণ নিতে থাকে। এবং ধরা যাক, একজনের বাড়িতে বিভিন্ন বয়সের চারটি কাঁঠাল, ছয়টি আম ও তিনটি নারিকেলগাছ আছে–লিপিবদ্ধকারীরা গাছের সংখ্যা উল্লেখ করে পাশে একটা দামও বসিয়ে দিল। দামের ব্যাপারে কেউ আপত্তি করলে পেন্সিলে লেখা ওই দাম আবার মুছে কিছুটা বাড়িয়ে দিত। (নবাবগঞ্জে একটি চায়ের দোকানে একজন বললেন, তিনি দেখলেন একটি কাঁঠালগাছের দাম লেখা হয়েছে ৩০০ টাকা। আপত্তি করলে রাবার দিয়ে মুছে ৬০০ টাকা লিখে দিল। তিনি বললেন, 'আমি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম, এসব হচ্ছে বিরাট ধাপ্পা–যিনি মুহূর্তেই পেন্সিলে বসানো আগের টাকা কেটে বাড়িয়ে দিলেন তিনি তো আমার অনুপস্থিতিতে আবারও রাবার দিয়ে মুছে ১০০ টাকা লিখে দিতে পারেন। ওরে বাবা রে, আমরা শেষ হয়ে যাব। আমি এর বিরুদ্ধে চলে গেলাম।')

পর্ব-২(খ)

তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির শরিক দলসমূহ বা কথিত বাম দলগুলো সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। এদের অনেকেই আগে ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটির মাতব্বররা এদেরও প্রথমে সঙ্গে রাখতে চেয়েছিল। বাম দলগুলো স্পষ্টতই বুঝতে চেষ্টা করে আসলে এশিয়া এনার্জির উদ্দেশ্য কী। এবং এ ব্যাপারে তারা এশিয়া এনার্জি ও সরকারের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। মতভিন্নতা থাকলেও নতুন পর্যায়ে ফুলবাড়ীতে জাতীয় কমিটির শাখা গঠনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে সকলে একটা ঐকমত্যে পৌঁছে যায়। এদিকে এদের সক্রিয়তা এবং নিজেদের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটি একপ্রকার ঘোষণা দিয়েই দৃশ্যপট থেকে সরে যায়।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০০৫ সালের ১৬ এপ্রিল (অবিভক্ত কমিউনিস্ট লীগের প্রকাশ্য সংগঠন ছিল গণফ্রন্ট ও জাতীয় কৃষক ক্ষেতমজুর সমিতি) ফুলবাড়ীতে জাতীয় কৃষক ক্ষেতমজুর সমিতির উত্তরাঞ্চলে একটি কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন হবে না এবং এশিয়া এনার্জির বিতাড়ন। এই সমাবেশে তেল-গ্যাস ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন এবং বক্তব্য রাখেন।

দ্রুতই এশিয়া এনার্জির আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে। ভয়ংকর সেই চেহারা। ফুলবাড়ীতে জাতীয় কমিটির শাখা নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে। আহ্বায়ক সৈয়দ সাইফুল ইসলাম জুয়েল ও সদস্যসচিব মো. নুরুজ্জামান। জাতীয় কমিটি নামের পরিবর্তন হলো। এখন থেকে নাম হলো তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি। জাতীয় কমিটি উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। শুরু হলো ঢাকা থেকে জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের ফুলবাড়ীতে যাতায়াত।

পর্ব-২(গ)

২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে এশিয়া এনার্জি ও তার দালালদের বিরুদ্ধে আন্দোলন নতুন গতিবেগ অর্জন করে। এশিয়া এনার্জি সম্পর্কে সরকারি সিদ্ধান্ত বাতিলের জোর দাবি ওঠে। তা ছাড়া ক্রমেই আন্দোলনের দাবিগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। বহুজাতিক কোম্পানি এশিয়া এনার্জি সমসাময়িক পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা তথা সাম্রাজ্যবাদেরই একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বহুজাতিক কোম্পানি বাদ

দিয়ে সমসাময়িক পুঁজিবাদকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বহুজাতিক কোম্পানির কার্যাবলি এবং তার প্রবল ক্ষমতার উৎস হলো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ। আন্দোলন এসবের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল। এসে গেল বাংলাদেশের শোষক শ্রেণি ও রাষ্ট্র কিভাবে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা। গ্রামের পর গ্রামের অতি সাধারণ মানুষও বুঝতে থাকল, এশিয়া এনার্জি হলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরই বংশধর। এবং তীক্ষ্ণভাবে যে প্রশ্নটি সামনে চলে এলো তা হলো জাতীয় সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানা।

পর্ব-২(ঘ)

* উন্মুক্ত না *বিদেশি না * রপ্তানি না: এই হলো আন্দোলনের দাবীর সারসংক্ষেপ। আওয়াজ উঠল, 'তোমার বাড়ি আমার বাড়ি–ফুলবাড়ী ফুলবাড়ী'। আন্দোলন জাতীয় চরিত্রের হলেও প্রকৃত অর্থে তা ক্রমান্বয়ে স্থানীয় শক্তি সংহত করতে থাকে।

জোরেশোরে কথা উঠল, 'চৌদ্দ পুরুষের ভিটে ছেড়ে যাব না, নিজ ভূমিতে মরণ ভালো।' যার ভিটেও নেই সেও বলল, 'তবু তো এখানেই আমার পূর্বপুরুষের ঠিকানা। আমার/আমাদের অস্তিত্ব এই ঠিকানায় মিশে আছে। কোথায় যাব আমরা! আমাদের কবরস্থান, শ্মশানঘাট, মসজিদ, মন্দির–এসব বিদেশিরা দখল করে নেবে? জান যায় যাক, ভিটে ছাড়ব না। শত শত বছর ধরে গড়ে ওঠা আমাদের স্মৃতিময় অতীত–অতীত আমাদের প্রেরণা।'

ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে জাতিরাষ্ট্রের প্রেরণা। ইংল্যান্ডের বুর্জোয়ারা সামন্তবাদকে পরাস্ত করল। আর ভারতে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে অতীত চলে এলো সামনে। এদিকে ১৮৫১-৫২-তে মার্কস বলেন, 'উনিশ শতকের সমাজ বিপ্লবের কাব্য প্রেরণা আর অতীত থেকে নয়, আসতে পারে একমাত্র ভবিষ্যৎ থেকেই।' এসব নিছক কোনো তত্ত্বকথা নয়, এ রকম ঘটেছিল এবং ঘটবে।

আমাদের মতো দেশে জাতীয় স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন ঘটনার সামনে আমরা যখন দাঁড়াব, তখন ঠিক একই ছকে সবকিছুর ব্যাখ্যা দিতে গেলে বরং জটিলতা বাড়বে। আমরা তো অত্যন্ত জটিল অবস্থার মধ্যেই আছি। জাতি, জাতীয়, জাতীয়তাবাদ–এসব বহু পুরনো কথা। তবু বিশেষ পরিস্থিতিতে এসবের ব্যাখ্যা করতে গেলে দেখা যাবে–বলা যত সহজ, আসলে ব্যাপারটা তত সহজ নয়।

২৬ আগস্ট অভিমুখে

২০০৬ সালের মার্চ মাসে ঢাকা-ফুলবাড়ী লংমার্চ। এই লংমার্চ পুরো এলাকার ওপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হলো। কয়েকটি উপজেলার অংশবিশেষ নিয়ে কয়লাখনির এলাকা হলেও ফুলবাড়ী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকে। গণফ্রন্টের স্থানীয় নেতা আমিনুল ইসলাম বাবলু একজন ব্যক্তি থেকে আন্দোলনের একটি প্রতীক বা জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা হয়ে উঠলেন। আহ্বায়ক জুয়েল এমনিতেই পরিচিত ছিলেন, তিনিও একজন বিখ্যাত নেতা হয়ে উঠলেন। আন্দোলন আরো কয়েকজনকে সামনের সারিতে নিয়ে এলো। তাঁরাও আন্দোলনকে ওপরে টেনে নিয়ে যেতে ভূমিকা রাখলেন। ঢাকা থেকে জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সদস্যসচিব প্রফেসর আনু মুহাম্মদসহ অন্য নেতৃবৃন্দ ফুলবাড়ীসহ পুরো এলাকাকে জাগিয়ে তুলতে বড় রকমের ভূমিকা রাখলেন। ঢাকা থেকে ছোট ছোট সংগঠনও ফুলবাড়ীতে গিয়ে দিনের পর দিন থাকতে লাগল। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে গণসংগীত, পথনাটক ইত্যাদি কার্যক্রম গণসাংস্কৃতিক চেতনাকে উজ্জীবিত করে তুলতে থাকে। আন্দোলন যখন চারদিক মুখর করে তুলল, তখন জাতীয় কমিটি ডাক দিল–২৬ আগস্ট ফুলবাড়ীতে মহাসমাবেশ। সত্যি সত্যি মহাসমাবেশই হলো, যেন এক জনসমুদ্র। সমাবেশে যোগদানকারীদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হলো ওই অঞ্চলের কৃষক-জনতা ও আদিবাসী নামে পরিচিত জনগোষ্ঠী। সমাবেশের সংগ্রামী মেজাজ বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হলো, উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন কোনো শক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। শান্তিপূর্ণ সমাবেশ শেষ হলো এবং আকস্মিকভাবে ঠাণ্ডা মাথায় বর্বরভাবে বিক্ষিপ্ত জনগণের পেছন থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হলো। নিহত হলেন তিনজন, আহত অনেকেই।

২৭ থেকে ৩০ আগস্ট

জাতীয় কমিটির ঢাকা নেতৃবৃন্দ ফুলবাড়ী এলাকা থেকে ঢাকায় ফিরলেন, সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে হরতালসহ জাতীয় কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। ২৭ আগস্ট বিডিআর, পুলিশ ও এশিয়া এনার্জির দালালরা ফুলবাড়ী শহর দখলের চেষ্টা চালায়। শুরু হলো পাল্টা আঘাত। সময় গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল। এমন সময় ফুলবাড়ী শহরে চারদিক দিয়ে হাজার হাজার মানুষ লাঠিসোঁটা, দা-কুড়াল নিয়ে এশিয়া এনার্জি ও দালালদের উৎখাত করতে জমায়েত হতে শুরু করল। ২৭-২৮ আগস্ট অগ্নিগর্ভ সমাবেশ গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নিল। ২৯ আগস্ট এই অভ্যুত্থান চরম আকার ধারণ করল। স্থানীয় নেতৃবৃন্দই এ অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিলেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, জনগণই অভ্যুত্থানের নেতার আসনে আসীন হয়ে গেল।

সরকার ঘোষণা দিল, তারা জাতীয় কমিটির সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি করতে রাজি আছে। ৩০ আগস্ট সরকারের সঙ্গে জাতীয় কমিটির চুক্তি হলো। জাতীয় কমিটির পক্ষে নেতৃত্ব দিলেন সদস্যসচিব প্রফেসর আনু মুহাম্মদ।

যা হোক, আমাদের সমস্যা থেকেই যাচ্ছে, আমরা এলাকাভিত্তিক আন্দোলনগুলোকে যথাযথভাবে সংগঠিত করতে পারছি না। সত্যিকার অর্থে কয়েকটি ফুলবাড়ী একটি জাতীয় চেতনা ও জাতীয় পরিসরে সংগ্রামের উপাদান হতে পারত। জাতীয় সম্পদ রক্ষার সমস্যা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের সঙ্গে জড়িত। আমরা যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর তাঁবেদারির এলাকা থেকে বের হতে চাই, তাহলে তা হবে এক দুরূহ ও কঠিন সংগ্রামের পথ।

নূর মোহাম্মদ: প্রবন্ধিক